মেহেরপুর হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) অভিযান চালিয়ে ১০ গ্রাম হেরোইনসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে।

আটকৃতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকার ইছার উদ্দীনের ছেলে তাইজেল ইসলাম (৪০) ও সোহরাব হোসেনের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৩৬)।

সোমবার দুপুরের দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের দুজনকে গ্রেফতার করেন। মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই বিশ্বজিৎ এর নেতৃত্বে ডিবির এসআই জুম্মান, এএসআই মাহাতাব, এএসআই মাসুদ রানা সঙ্গীয় ফোর্স অভিযানে অংশ নেন।

এসময় তাদের দেহ তল্লাশী করে ১০ গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়।

আটক দুই মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এই দুই মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পূর্বেও একাধিক মামলা রয়েছে। আটকদের মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ডা. বিপুল কুমারের নামে আদালতে মামলা

মেহেরপুর এ্যাপোলো নার্সিং হোমের স্বতাধিকারী ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ভুল অপরেশন অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গত ১ আগষ্ট মেহেরপুর সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-১ আমলী আদালতে ২৬৯/৩২৬/৩০৭ ও ৫০৬(২) পেনাল কোড ১৮৬০ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের মোতাহার আলীর ছেলে আলতাব হোসেন।

ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস বর্তমানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন।

আলতাব হোসেন তার আবেদনে বলেন, গত ১৪/০৬/২২ ইং তারিখে তার সন্তান সম্ভাবা বোন মোছা: সামসুন্নাহার মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে যান।

তাকে দেখে ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে রাজশাহী মেডিকেলে রেফার্ড করেন। ওই সময় এ্যাপেলো নার্সিং হোমের এক অপরচিত লোক (দালাল) ফুঁসলিয়ে এ্যাপোলো নার্সিং হোমে ভর্তি করেন।

সেখানে ডা. বিপুল কুমার বিশ্বাস শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সিজারিয়ান অপারেশন করার পরামর্শ দেন। তার পরামর্শে ডা. বিপুল কুমারের তত্বাবধানে ওই নার্সিং হোমেই সিজারিয়ান অপারেশন করেন তিনি। অপারেশন করে পেট থেকে বাচ্চা বের করে আনেন।

ওই সময় তারা তাড়াহুড়ো করে ছুরি কাঁচি দিয়ে অপরেশন করতে গিয়ে প্রসাবের নাড়িটি কেটে ফেলে। পরে সেভাবেই পেট সেলাই করে দেন। পরে আমার বোন পানি খেলেই তা বের হয়ে যায়।

বিষয়টি ডা. বিপুল কুমারের স্বরণাপন্ন হলে ভুল চিকিৎসার জন্য ক্ষমা চেয়ে বিষয়টি কাউকে না জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সিজারের যাবতীয় টাকা ফেরৎ প্রদানসহ তার চিকিৎসার সব দায়ীত্ব বহন করার আশ্বাস প্রদান করেন।

এর মধ্যে রোগীকে নতুন করে চিকিৎসা করাতে গিয়ে পরিবারের প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেছে। বোনের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বিষয়টি জানার পরেও সে এখন আর কোনো প্রকার দায়িত্ব নেবেন না বলে জানিয়েছেন।

ডা. বিপুল কুমারের অদক্ষতা ও অবহেলায় বোন মোছা: সামসুন্নাহার এখন মৃত্যুর মুখোমুখি। তার কাছে বিষয়টি জানালে সে এখন মামলা না করার জন্য হুমকী দিচ্ছেন।

এ ব্যাপারে ডা.বিপুল কুমার মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, প্রায় তিন মাস আগে ওই নামে একজন রোগীর অপারেশন হয়েছে। তবে, প্রসাবনালী কেটে গেছে কিনা আমার জানা নেই।

তারপরেও আমি খোঁজ নিয়ে আপনাকে জানাতে পারবো। তার নামে মামলা হয়েছে কিনা সেটাও জানেনা বলে জানান ডা. বিপুল কুমার।

মুজিবনগরে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ সুমন আলী আটক

৪ গ্রাম হেরোইনসহ সুমন আলী সর্দার (২৬) নামের এক মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। রবিবার দিবাগত মধ্যরাতে সুমনের বাড়িতে পুলিশের একটি ইউনিট অভিযান চালিয়ে তাকে এই হেরোইনসহ গ্রেফতার করে।

সুমন সর্দার মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের শুকুর আলী সর্দারের ছেলে। গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে মুজিবনগর থানার উপপরির্দশক (এসআই) মোমিনুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে তাকে হেরোইনসহ আটক করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মেহেদী রাসেল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আটক সুমন আলীর বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আজ সোমবার (৮ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেলা হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় ২ ফিলিং ষ্টেশনে

তেল কম দেওয়ায় ২ মালিককে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা ফিলিং ষ্টেশন ও লোকনাথপুর ফিলিং স্টেশনের ২ মালিককে ৬৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

রোববার দুপুর ২টার দিকে অভিযান চালায় দামুড়হুদা ফিলিং ষ্টেশনে। এ সময় চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ তেলের পরিমান কম দেওয়ায় তেল পাম্পের মালিক সাজাহানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

পরে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর কে এম ফিলিং ষ্টেশনে অভিযান চালিয়ে তেল কম দেওয়ায় পাম্প মালিক মাহফুজর রহমান মনজুকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন। এ রায় দেন অধিদপ্তরের চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

অভিযান সূত্র জানায়, দুপুরে উপজেলার লোকনাথপুরে মেসার্স কেএম ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালানো হয়। তেলের পরিমাণ কম দেওয়ার অপরাধে ওই ফিলিং স্টেশনের মালিককে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এছাড়াও দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মেসার্স দামুড়হুদা ফিলিং স্টেশনকে আমদানিকারকের ট্যাগ ও মূল্যবিহীন মবিল বিক্রয়ের অপরাধে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।এ অভিযানে দামুড়হুদা থানা পুলিশের একটি টিম সার্বিক সহযোগীতা করেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এরা হলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন মামলার আসামি আমঝুপি গ্রামের আব্বাছ আলীর ছেলে রাইহান আলী, থানার মামলা নং ১১, ফেনসিডিল মামলার আসামি খোকশা গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে টনিক(৩৫), হেরোইন মামলা নং ১৩, তারিখ ৬/৮/২০২২ এর আসামি মোনাখালি গ্রামের দিন মহাম্মদের ছেলে ইন্নাত আলী, হাজিরুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন, মামলা নং ১৩, তারিখ ০৬-০৮-২২ এর আসামী দারিয়াপুর গ্রামের মুন্না আযমের ছেলে সাব্বির আহম্মেদ ও হেরোইন বিক্রির অভিযাগে পুলিশের দায়ের করা মামলা নং ১২, তারিখ ০৬/০৮/২০২২ এর আসামি আমদহ গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে সবুজ হোসেন।নিজস্ব প্রতিবেদক:

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন আহম্মেদের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক ইউনিট শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে মিথ্যা মামলা করায় বাদীর কারাদণ্ড

মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা দায়ের করায় বাদীকে ৭ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালত।

একই সঙ্গে ১ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৫ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করেছেন।

আজ রবিবার (৭ আগস্ট) মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ্ এ আদেশ প্রদান করেন।

মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালটের বেঞ্চ সহকারী মোছা: শেফালী খাতুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, আসামিদের বিরুদ্ধে মারধর, প্রাণনাশের হুমকি প্রদানসহ কয়েকটি অভিযোগ এনে বাদী মো. হিফাজ উদ্দিন ৩ জনকে আসামি করে একটি ফৌজদারি মামলা করেছিলেন।

আসামিরা হলেন মামলার আসামিরা হলেন, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের তারানগর গ্রামের সুরত মিস্ত্রির ছেলে আমির হোসেন (৪৫), মৃত দবির উদ্দিনের ছেলে শিশির আলম (৩৫) ও শিজির আলম (৩০)। মামলার তারিখ ২১/০৯/২০১৯ খ্রি.

কিন্তু বিচার শেষে আদালতের কাছে স্পষ্ট হয় যে, বাদীর অভিযোগ মিথ্যা ও হয়রানিমূলক। ফলে আদালত আসামিদের খালাস প্রদান করে বাদীকেই ৭ দিনের কারাদণ্ড দেন। একইসঙ্গে বাদীকে ১হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করতে বলা হয়েছে আদালতের আদেশে।

আদালত তার আদেশে বলেন, আসামিদের বিরুদ্ধে মারধর বা প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ আনয়ন করা হলেও বাদী কিংবা তার কোনো একজন সাক্ষী আদালতে এমন কোন সাক্ষ্য প্রদান করেননি।

এমনকি বাদী নিজেও বলেছেন যে, ২-৩ নম্বর আসামি ঘটনাস্থলেই ছিল না। জমি জমা নিয়ে পূর্ব বিরোধের জের ধরে এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে আদালত অভিমত ব্যক্ত করেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ২৫০ ধারা অনুযায়ী মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করায় বাদীকে সাজা প্রদান করে কারাগারে প্রেরণ করেন।

মেহেরপুর জেলা জজ আদালতের আইনজীবী এহান উদ্দীন মনা বলেন, এ ধরণের যুগান্তকারী রায় মিথ্যা মামলা বন্ধে ভুমিকা রাখবে।

এর ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে আইন আদালতের প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধা বাড়বে। মিথ্যা মামলার ফলে হয়রানি থেকেও নিরীহ মানুষ মুক্তি পাবে।

গাংনীতে ঋণ ও নারী নির্যাতন

মামলায় ২ জন গ্রেফতার

নারী নির্যাতন মামলার এজাহার নামীয় ১ নং আসামি শিমুল হোসেনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

শিমুল গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের পশ্চিমপাড়া এলাকার ফজলুর রহমানের ছেলে। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধিত (২০০৩) এর ১১(খ)ধারায় দায়ের হওয়া মামলায় আদালত তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে। এছাড়া ঋণ পরিশোধ না করায় এনজিও সংস্থার দায়ের করা মামলায় গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের রবিউল ইসলামের স্ত্রী গোলেনুর খাতুনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শানিবার দিবাগত মধ্যরাতে তাদের বাড়িতে পৃথক দুটি অভিযান চালিয়ে এই দুই আসামী গ্রেফতার করা হয়।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদের নেতৃত্বে এসআই রাতুল, এসআই আশিক, এএসআই জান্নাতুল বাকী ও সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালিয়ে এসব আসামীদের গ্রেফতার করেন।

এসআই মাসুদ জানান, গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৩ বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামী বয়েজ
(৪২) কে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃত বয়েজ গাংনী উপজেলার করমদী মাঠপাড়া এলাকার আজহারুল ইসলামের ছেলে।জিআর ২৫৬/১০ সালের একটি মামলায় আদালত তাকে তিন বছরের সাজা প্রদান করেন। সে সময় আদালতে অনুপস্থিত থাকায় তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করে আদালত।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গ্রেফতারকৃত বয়েজকে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ফেনসিডিলসহ টনিক আটক

৪ বোতল ফেনসিডিলসহ টনিক হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে আটক করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।

টনিক মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকশা গ্রামের আব্দুস সহিদের ছেলে।

গোপন সংবাদের ভিত্তিত্বে শনিবার (৬ আগষ্ট) দিবাগত মধ্যরাতে টনিকের বাড়িতে সদর থানা পুলিশের একটি ইউনিট অভিযান চালিয়ে ৪ বোতল ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সঞ্জীব পালের নেতৃত্বে এএসআই শাকিলসহ সঙ্গীয় ফোর্স এ অভিযান পরিচালনা করেন।

এসআই সঞ্জীব পাল জানান এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় একটি মামলা হয়েছে। আটক টনিককে আজ রবিবার (৭ আগষ্ট) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার ইসলামপুর গ্রামে মানিক হোসেন (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে হামলা চালিয়ে রক্তাক্ত জখম

করেছেন। আহত মানিক হোসেন ইসলামপুর গ্রামের আমিনুল ইসলাম ইসলামের ছেলে।

শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে বাজারের উপর অর্তকিত হামলা চালিয়ে তাকে আহত করেন প্রতিপক্ষরা।

আহত মানিকের চাচাত ভাই ব্যবসায়ী আব্দুর রব রতন জানান, গত বছর আমার এক বিঘা জমি লিজ নিয়ে মিজার নামের একজন কচু আবাদ করেন। সময় পার হয়ে গেলেও সে জমি থেকে কচু উত্তোলন করেনি।

এনিয়ে গত বছরে স্থানীয়ভাবে শালিস বৈঠকও হয়েছে। পরে কিছুদিন সময় দিয়েও সে কচু জমি থেকে না উঠালে আমি সেই জমি চাষ করে ফেলি। নিয়ে তাদের সাথে আমার শত্রুতা ছিল।

শুক্রবার আমার জমিতে বাঁশের খুটি পুতে পাট শুকানোর চেষ্টা করে তারা। পাট শুকাতে নিষেধ করাই আব্দুল মান্নানের ছেলে আলমগীর হোসেন, হেতাল আলীর ছেলে মিলন হোসেন, লিটন হোসেন, আব্দুল মান্নান ও তার ছেলে জাহাঙ্গীর হোসেন পূর্ব পরিকল্পিতভাবে লাঠি শোঠা ও ধারাল অস্ত্র দিয়ে মানিক হোসেনের উপর হামলা করে।

আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করি। তার মাথায় ৪ টি সেলাই হয়েছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে মারপিটের দাগ রয়েছে।

এঘটনায় ৫ জনকে আসামী করে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।